হরনাথ অমিয় বাণী

২৫১-৩০০

Visit: www.kusumharanath.in
Follow: Facebook.com/Lordkusumharanath

হরনাথ অমিয় বাণী

২৫১

প্রেম সঞ্চয় কর, যেখানে যতটুকু পাবে, বেশী বেশী মূল্য দিয়া খরিদ কর। লালসা দিন দিন বাড়াও , লালসা মূল্যেই কেবল সে রত্ন বিক্রয় হয়। সাধনা, তপস্যার মূল্য সেখানে অগ্রাহ্য, কেহ লয় না, এমন কি চক্ষে একবার দেখেও না। সেখানে সকল জিনিসই "সহজ", কোন দ্রব্যে কোন জিনিসই মিশাল নাই। সবই আপনা আপনি পূর্ণ ও প্রেমময়! সে রাজ্যে ধ্যান ধারণার আদরও নাই, অবকাশও নাই। তাই বলি ভাই, সে রাজ্যে যা'বার মত গঠিত হইতে হইলে, নিজেকেও "সহজ" করিতে হইবে। কোন রকম মিশাল সেখানে চলে না; সেই প্রেমময় বৃন্দাবন স্বতন্ত্র রাজ্য, এই জন্য সেখানে নিয়মও স্বতন্ত্র।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৩১শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৫২

তিনি ইচ্ছাময়, সকলই তাঁ'র ইচ্ছাতে যাইতেছে আসিতেছে। কোন চিন্তা নাই। ভাই রে, যাহারা কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছে, তা'দের আবার যাওয়া আসার ভয় কেন ভাই? ক্রমেই একটার পর একটা ভাল ঘরে থাকিতে পাইবে, তা'রা ত আর মরিবে না? কৃষ্ণের শ্রীমুখের দৃঢ়বাক্য —"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"। তাঁ'র ভক্ত কেহ মরে না। একখানা ঘর ভাঙ্গিলে যাহারা ঘর পায় না কিম্বা নীচ ঘর পায়, তা'রাই ত মরে; আর যাহারা উত্তরোত্তর ভাল ঘর পায় ও ভাল প্রতিবেশী পায়, ভাল সঙ্গী পায়, তা'রা আবার মরিল কিসে?

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৩২শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৫৩

একবার মাত্র কৃষ্ণ-নাম নিলে তা'র আর কখনই অসৎ-সঙ্গ হয় না, যেখানে যায় সেইখানেই কৃষ্ণ দাসদাসীর সহবাস সুখ অনুভব করিয়া সদানন্দে বাস করে ও চরিতার্থ হয়। নিত্য নূতন ও মহৎ সঙ্গ লাভ করা কি অভীপ্সিত নয়? তবে আর ভয় কেন ভাই? কোন চিন্তা করিও না, কৃষ্ণদাস তোমরা, তোমাদের শুষ্ক মুখ দেখিলে কৃষ্ণ বড়ই কষ্ট পান, তাই বলি ভাই, সদানন্দে থাকিয়া প্রাণের ধনকে সুখে রাখ।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৩২শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৫৪

ভাইরে, অপদর্শী লোকেই ব্রজলীলার পর মাথুর দেখিতে পায়, কিন্তু যাহারা ব্রজের, তাহারা পূর্ণানন্দময়ী ব্রজলীলা চিরস্থায়ী দেখিতে পায়। তাহারা মাথুর লীলা জানে না, কখনই তাহারা বিরহ সহ্য করে না, সদাই মহারাসে উন্মত্তা থাকিয়া আপনা ভুলিয়া যায়। তাই বলি ভাই, মিথ্যা মাথুরলীলা চিন্তা করিয়া অনুতাপে দগ্ধ হইও না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৩২শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৫৫ কৃষ্ণপ্রেম রাজ্য

কৃষ্ণ প্রেমময়, কৃষ্ণের রাজ্য প্রেমময়, কৃষ্ণদাস-দাসী সদাই প্রেমপূর্ণ। সেখানে প্রেমের লীলা, প্রেমের খেলা। প্রেম বিনা সেখানে কোন জিনিস বিক্রী হয় না। সেখানে প্রেম খাইতে হয়, প্রেম পরিতে হয়, প্রেমের অলঙ্কারে ভূষিত হইতে হয়। সেখানে প্রেমের তারতম্য - কেবল পৃথক্ পৃথক্ প্রেমক্রীড়ার শোচনা মাত্র। সে রাজ্যে সকলেই নিজ নিজ ভাবে ও প্রেমে পূর্ণ, কেহই আপন ভাবে ন্যূন নয়। সে বাগানের পৃথক্ পৃথক্ বৃক্ষের পৃথক্ পৃথক্ রঙ্গের ফুল ও পৃথক্পৃথক্ সুগন্ধে বাগানের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। সে রাজ্যের রাজা রাণী প্রত্যেক তৃণটির পর্য্যন্ত যখন আদর করেন, তখন আর তারতম্য কোথায় আছে ? সবাই সমান সবাই কৃষ্ণকে সমানভাবে সুখ দিতেছে।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৩২শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৫৬

ভক্তবৎসল হরনাথ

তোমাদের কোন ভয় নাই ভাই, যে নৌকাতে চড়িয়াছ একটু কষ্ট সহ্য করিয়া থাক, অচিরেই সে প্রেমরাজ্যে যা'বে, আর প্রেমের মেলাতে আত্মহারা হইবে। তোমরা সুখে আছ শুনিলে আমার সকল দুঃখ যাবে ও মহাসুখে থাকিব।

সকলে আপন আপন দুঃখের পসরা আমার মাথায় দিয়ে ভাঙ্গা তরণীর সাহায্যে পরপারে হাঁসিতে খেলিতে চলে যাও। আমি দেখে সুখী হই।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৩২শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৫৭

তিনি যেমন প্রেমময়, তেমনই দয়াময়।
ভাইরে, তাঁর দয়ার কথা মনে হইলে আর স্থির থাকা যায় না। যাহারা পবিত্র তা'দের আদর যত্নের জন্য, পথ দেখাবার জন্য অন্যকে নিযুক্ত করেন কিন্তু পাপী তাপী ও পতিতের জন্য তিনি নিজে আসেন। ভাইরে, পতিতের আদর তাঁ'র নিকট যতটা, ততটা আর কোথাও পা'বার আশা করা যায় না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৩৩শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৫৮

মিষ্ট দ্রব্য রসনার দূরে থাকাই উচিত। রসনার স্পর্শেই পলকে মিষ্টতা লোপ পাইয়া উদরাময় জন্মাইয়া দেয়। পিপাসার শান্তি হওয়া অপেক্ষা বোধ হয় পিপাসা বেশী হওয়াতেই বেশ আনন্দ। তীর্থ দর্শন অপেক্ষা তীর্থযাত্রাই বেশ মধুর। রাজা হওয়া অপেক্ষা রাজার বৈভব দর্শন করিয়া সুখী হওয়া বোধ হয় বেশী আনন্দের। যাহা হউক ভাই, মধুর কৃষ্ণনামটি তোমরা ভুলিও না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৩৩শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৫৯

সদাই স্বামীর (কৃষ্ণ) নাম স্মরণ, কীর্ত্তন, শ্রবণ করা চাই। জগতের জন্য কিম্বা তোমার জন্য এই ক্ষণভঙ্গুর জগতের কোন জিনিসকেই ভালিবাসিবে না। সকল জীবকে সমভাবে দয়া করিতে হইবে, আর অনচিত্ত হইয়া নিজ স্বামীর (কৃষ্ণ) প্রতি অনুরাগিণী হইতে হইবে।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৩৪শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৬০

ষোল আনা প্রাণ না দিলে আর প্রেম হয় না। একটা গানে তাই আছে, "প্রেম চায় ষোল আনা প্রাণ"। আর প্রেম না হলে প্রেমের হরি মিলে না। সকল অপেক্ষা প্রধান ও প্রথম উপায় নাম এবং ইহার গোপন ও উচ্চ সংকীর্ত্তন প্রেমের সোপান। সকল ভুলিয়া নাম করিলে কৃষ্ণ নিশ্চয় দয়া করিয়া থাকেন।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৩৪শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৬১

নাম ভুলিও না, কৃষ্ণ পাইতে চাও তাঁ'র নামটি মনে প্রাণে নিজের ধন করিতে ভুলিও না। নির্জ্জন বাস ভালবাসিবে; কায়, মন, বাক্য দ্বারা পরোপকার করিতে চেষ্টা করিবে। অসৎ কার্য্য অপেক্ষা অসৎ চিন্তা অধিক খারাপ মনে রাখিবে, নিজ শত্রুর হিত-চিন্তা করিবে, যৎসামান্য লাভে সুখী হইবে, অসদুপায়ে অর্থ চেষ্টা করিবে না, নিজ অর্জ্জিত কতক অংশ সদ্ব্যয়ে লাগাইবে।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৩৪শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৬২

অর্থ সঞ্চয় করা মনুষ্যত্ব নয়, অর্থের উপযুক্ত ব্যবহার করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব মনে করিবে। পার্থিব আয়াস আরামের জন্য লালায়িত হইবে না। মাকে বাপকে এই পৃথিবীর দেবতা মনে করিয়া সেবা করিবে। জগতের স্ত্রীমাত্রকেই রাজার জাতি মনে করিও, স্ত্রীকে কদাচ সামান্য মনে করিয়া প্রতারিত হইও না। পাপীর প্রতি দয়া করিও।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ২য় খন্ড; ৩৪শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৬৩

"কানুর সঙ্গেতে পীরিতি করিতে অধিক চাতুরী চাই"। চাতুরী পীরিতির সম্বন্ধে নয়, চাতুরী বহির্ম্মুখ জনের সঙ্গে – জটিলা কুটিলাকে ফাঁকি দিবার জন্য। কৃষ্ণ ভজন গোপন করিবার তাৎপর্য্য - মায়াকে আর মায়ার সংসারকে ফাঁকি দিবার জন্য ; কৃষ্ণের সঙ্গে চাতুরী করিলে চলিবে না, সেখানে হৃত-বসন হইয়া যাইতে হইবে, সামান্য একটু কাপড়ের আবরণও তার সহ্য হয় না, অন্য আবরণের কথাই নাই।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ১ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৬৪

যদি প্রথম হতেই অর্থাৎ পূর্ব্বরাগ গাঢ় না হতে হতেই লোকের নিকট নিজ ভজন কথা বলে বেড়ান যায় তা হলে লোকের উপহাস প্রভৃতিতে বাধ্য হইয়া নিজ ভজন পথ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় ও ক্রমে ত্যাগ হয়ে যায় ; তবে অনুরাগ যখন বাঘের মত সতেজ, দৃঢ় ও অন্যের পক্ষে ভয়প্রদ হবে, তখন আর চাতুরী খেলিতে হ'বে না; তখন এই সকল নিন্দাকারীরূপে মায়ার চরগণ আপনা আপনি ভয়ে জড় সড় হয়ে দূরে পলাইবে কিম্বা শরণাগত হইবে ; যত দিন হৃদয় এত সতেজ ও সবল না হয়, তত দিন চাতুরী করিতে হইবে।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ১ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৬৫

প্রভু সংকীর্ত্তন সময়ে মাঝে মাঝে গর্জ্জন করিতেন। এমন প্রেমের কীর্ত্তনে গর্জ্জনের আবশ্যকতা কেবল মাত্র মায়া ও মায়ার অনুচরগণকে জনমের মত বন ছাড়া করা। তাই বলি, যারা এদের হাত হতে এড়াতে চান, তারা উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতে থাকুন, সংকীর্ত্তনের শব্দ শুনিবামাত্র মায়া পলায়ন করিবে, কেননা আমার নিতাই গৌরের প্রতি ভয় এখনও মায়া অসুরের অন্তরে জাগিতেছে, এখন সেই ভীষণ গর্জ্জনে কাণে তালা লাগিয়া রহিয়াছে। তাই বলি, যদি এখনও আনন্দে চলে যেতে চান মধুর নাম উচ্চ এবং অনুচ্চ কীর্ত্তন করুন্।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ১ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৬৬

আরম্ভ করিবার সময় চাতুরীর দরকার, নরোত্তম ঠাকুরও সেই কথা বলে গেছেন "আপন ভজন কথা না কহিবি যথা তথা, আপনারে হবে সাবধান"; তন্ত্রও তাই বলিতেছেন "গোপনীয়ম্ প্রযত্নতঃ"। যারা মদ খায় - প্রথমতঃ কোন গুপ্ত স্থানে আরম্ভ করে, তারপর নেশা ধরলে রাস্তাতে গড়াগড়ি যেতেও কোনরকম ভ্রুক্ষেপ করে না। তাই বলি নেশা হ'বার আগেই পথে দাঁড়ালে নেশা করা হবে না। তাই নেশা ধরবার আগে চাতুরী চাই।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ১ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৬৭

বাবা, কৃষ্ণ কখন কাহাকেও চরণ ছাড়া করেন না, তা হলে তা'র থাকিবার স্থান কোথায়? গীতা বলেছেন "একাংশেন স্থিতো জগৎ" অতএব কৃষ্ণপাদপদ্ম ছেড়ে থাকিবার স্থান নাই ; তবে যেমন মাথা বিগড়ান ছেলে মনে করে "মা বাপ তাকে ভালবাসে না, তেমনই বহির্মুখ জন কৃষ্ণকৃপা বুঝিতে পারে না। এখন বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাবে দোষ কার?

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ১ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৬৮

ইক্ষু দণ্ডের মত- যেমন যেমন গ্রন্থির নিকট হয়, মধুরতা ততই বৃদ্ধি হয় তেমনই প্রেমকে আরও মধুর করিবার জন্যই মাঝে মাঝে কুটিলতা মিশানর দরকার হয়ে পড়ে । তাই বুঝি কৃষ্ণদাস কবিরাজ "চৈতন্য চরিতামৃতে" লিখেছেন "কুটিল প্রেমা আগুয়ান, নাহি জানে স্থানাস্থান, ভালমন্দ নারে বিচারিতে" বিচার করে দেখুন যার ভাল মন্দ বিচার নাই তার মত সরল আর কেউ নাই। তবে "কুটিল" বলি কেন ? এ কেবল মাধুর্য্য বাড়াইবার জন্য।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ১ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৬৯

কৃষ্ণদাস কবিরাজও সেই মত কৃষ্ণপ্রেম বলিতে গিয়া বলেছেন “বিষামৃতে একত্র মিলন”; আরও বলেছেন “কৃষ্ণ প্রেমাস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ- মুখ জ্বলে, না যায় ত্যাজন”। দেখুন ইক্ষু বড়ই ঠাণ্ডা কিন্তু মাধুর্য বেশী করিবার জন্য যেমন উত্তাপ দেওয়া যায়, তেমনই সরল প্রেমকে সমধিক মধুর করিবার জন্যই কুটিল করা হয়, নচেৎ প্রেম অপেক্ষা সরল আর কিছুই নাই, আর সেই প্রেমের আধার কৃষ্ণ কি কখন কুটিল হতে পারে?

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ১ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৭০

গোপীদের কান্না, মা যশোদার কান্না, ভক্তের কান্না এইরূপ প্রেমে গ্রন্থি বড়ই মধুর, তাই ভক্ত প্রভূর নিকট সকল ছেড়ে কান্না প্রার্থনা করে, কান্নাই প্রেমের গাঁঠ এই জন্য বেশী মিষ্ট। ভালবেসে যে না কাঁদে তা'র ভালবাসা ভালবাসাই নয় ; সোনার যেমন সোহাগা, প্রেমের তেমনই কান্না ; দুয়েই গলায় ও বিশুদ্ধ করে। কৃষ্ণ করুন যেন আমরা চিরদিন কৃষ্ণ বলে কাঁদিতে পাই। কান্না প্রেম স্রোতের ঘূর্ণি, এই জন্যই বেশ গভীর।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ১ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৭১

ভীষণ ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি ভয়ানক জন্তু পূর্ণ নিবিড় জঙ্গলে সুদৃঢ় ত্রিতল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া উপরে ব'সে পশুগণের স্বেচ্ছা বিচরণ দেখায় যেমন আনন্দ, সেখানে থাকিয়া পশুগণ দ্বারা আক্রান্ত হইবার কোন রকম ভয় থাকেনা, বরং ইচ্ছা করিলে নিজে তাহাদিগকে আক্রমণ ও নির্যাতন করিতে পারা যায়, তেমনই এই মায়ার রম্য কানন রূপ সংসারে যাহারা সুদৃঢ় ও পূর্ণ নিরাপদ কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছে, তাহারা আনন্দে মায়ার বিহার দেখিয়া আনন্দে অধীর হইতেছে, মায়া তা'দের কিছুই করিতে পারে না, বরং তা'রাই সময়ে সময়ে মায়াকে মায়াতে ফেলাইয়া মজা দেখিতেছে। তাই বলি, যাঁহারা এ প্রকৃত আনন্দ ভোগ করিতে চান তাঁহারা সময় থাকতে থাকতে নিরাপদ কৃষ্ণপদ আশ্রয় করুন, নচেৎ মায়ার হাতে পড়িয়া নানা কষ্ট পাইবেন।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪র্থ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৭২

রামের দর্শনে ভূত সকল লয়প্রাপ্ত হয়, এই জন্য যেমন রাম নামটি শুনিবা মাত্র ভূতগণ দূরে পলায় তেমনই কৃষ্ণ নাম শুনিলেই মায়াও দূরে পলায়ন করে। তাই বলি, যতক্ষণ সেই সুদৃঢ় কৃষ্ণপদ আশ্রয় না হয় ততদিন কায় মন প্রাণে কৃষ্ণ নামটি আশ্রয় করে চলাই সকলেরই কর্ত্তব্য। মায়ার হাত এড়াইবার ইহাই একমাত্র উপায় জানিয়া অহরহঃ কৃষ্ণ নামটী করিতে থাক।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪র্থ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৭৩

মায়াশূণ্য স্থানই কৃষ্ণের আলয়, অতএব যেখানে কৃষ্ণনাম হয় সেখানে তিনি নিশ্চয়ই থাকেন, কেননা নাম শুনে মায়া পলায়ন করে, অতএব যাহারা সদা নাম করে, তাহারা কৃষ্ণ রাজ্যেই বাস করেন। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪র্থ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৭৪

কৃষ্ণকে আশ্রয় ক'রে সমস্ত তীর্থ আছেন, অতএব যেখানে কৃষ্ণনাম হয় সকল তীর্থ সেই খানেই আবির্ভাব হয়েন; সেই জন্যই শাস্ত্র ব'লেছেন, যাঁহারা কৃষ্ণনাম করেন, তাঁ'রাই পলকে পলকে সকল তীর্থে স্নান করেন। এমন উপায় থাকিতে কাহারও হতাশ হ'বার কারণ নাই, নিতাই দয়া ক'রে আমাদের জন্য বিস্তৃত পথ প্রস্তুত ক'রে রাখিয়াছেন, এই নিত্যানন্দের দায় দিয়ে সকলে সেই পথে চলুন কৃতার্থ হইবেন।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪র্থ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৭৫

কৃষ্ণ-দুর্গের দ্বার রক্ষক আমার নিতাই, যা'র মুখে কৃষ্ণনাম শুনিতেছেন অমনি তা'কে দুর্গ মধ্যে টানিয়া লইয়া ভয়শূন্য করিতেছেন। নাম করিলেই নিতাই এর দয়া পাইবে সন্দেহ নাই আর নিতাই দয়া করিলেই সোনার গোরা প্রেম দিয়া কোলে লইবেন, এমন সুবিধা কেহ যেন না ছাড়েন।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪র্থ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৭৬

পূর্ব্বে লোক - কেহ ৬০ হাজার বৎসর, কেহ লক্ষ বৎসর তপস্যা করিয়া ফল পাইয়াছেন, আজ আমরা ৬০ মিনিটের খবর রাখি না, অতএব তপস্যা এক রকম আমাদের পক্ষে অসম্ভব জানিয়াই দয়াল নিতাই পলকে রাজা হ'বার উপায় বলে গেছেন; সেই উপায় অবলম্বন করাই কি উচিত নয়? এ সম্বন্ধে বেশী বলিবার আবশ্যক নাই, নাম করিলেই নিজেই বুঝিতে পারিবেন।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪র্থ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৭৭

যখন মন নিতান্ত ঘোরে পড়িবে তখন তোমরা একত্র বসে হরিকথা কহিবে তা'হ'লেই তখন মন আপন ঠিকানাতে আসিয়া যাইবে ও নিশ্চিন্ত হইবে। নিত্যানন্দ বড়ই দয়াল, না চাহিতেই প্রেম দেন, অতএব নিতাই পদ আশ্রয় করিতে আর বিলম্ব করিবেন না। আনন্দ মনে কৃষ্ণনামটী লইতে থাক, ইহাই আমার ইচ্ছা ও প্রার্থনা।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪র্থ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৭৮

মহাশয়, যতই ভাল ছেলে হউক না, পরীক্ষার বিভীষিকাতে চমকিতেই হয়; তেমনই যতই মহাপুরুষ হউন আর কৃপা পাত্রই হউন, এ পরীক্ষার স্থল পৃথিবীতে আসিলেই মধ্যে মধ্যে ভীত ও ব্যস্ত না হইয়া থাকিতে পারেন না, আপনাদের সময়ে সময়ে কষ্টও এই নিয়মের বশবর্ত্তী সন্দেহ নাই এর জন্য কাতর হইবেন না, ভাল ছেলের মত ভালরূপ উত্তীর্ণ হইয়া যশোবৃদ্ধি করিবার জন্যই প্রভুর এ খেলা।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৫ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৭৯

তিনি চান সকলেই পরম পবিত্র হউক, আর তার খেলার সঙ্গী হউক, তাই তিনি ইচ্ছা ক'রে সকলকে শিক্ষা লাভের জন্যই এ বিদ্যালয়ে (পৃথিবীতে) পাঠান, পাশ হ'লেই উপযুক্ত কর্ম্ম দিয়া নিজ পারিষদ্ ভুক্ত ক'রে লন, যিনি পরীক্ষাতে বার বার ফেল্ হন, তাঁ'র জন্য দুঃখিত হন, নিজ পারিষদ্ মধ্যে গণ্য করেন না সত্য কিন্তু তাই ব'লে দয়ার ও স্নেহের নজর উঠাইয়া লন না। এক বিদ্যালয় হইতে অন্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন; ইহারই নাম যোনি ভ্রমণ।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৫ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৮০

তাঁ'র দয়া সম্বন্ধে যেন কখন অবিশ্বাস না হয়। মনুষ্য জীবন Entrance, তদিতর primary, স্বর্গ College life কিন্তু তিনটিই প্রভুর নিকটস্থ নয়। ছাত্রগণ যেমন Entrance হইতে আপন আপন তারতম্য বশতঃ future career স্থির করে, তেমনই মানুষ জীবনেই আপন আপন উর্দ্ধ অধঃপথ স্থির করিবার প্রকৃত সময়, এই জন্যই মানুষ হ'লেই সাবধান হ'তে হয় নচেৎ মনের বাসনা পূর্ণ হয় না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৫ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৮১

মানুষ হইয়াই আপন আপন পথ গ'ড়ে নিতে পারা যায় বলেই শাস্ত্রে "দুর্ল্লভ মানব জীবন" বলে গেছে, মানুষ ছাড়া আর কাহারও এ ক্ষমতা নাই। দেবতারাও এ ক্ষমতা হারাইয়াছেন, নরক বাসীরাও হারাইয়াছে এ দুজনেরই স্বাধীনতা নাই, একজন চাকর, অন্যজন কয়েদী; তাই বলি মনুষ্য জীবনই School life and really free life.

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৫ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৮২

যেন মানুষ জীবন পাইয়া প্রকৃত মানুষ হয়ে সফল মনোরথ হন। এমন সুযোগ আর হয় কি না বলা যায় না। এ জীবন পাইয়াও যাহারা মুখে কৃষ্ণ হরি না বলেছে তা'রা ঠকিয়াছে সন্দেহ নাই। আমি এই শেষ দলের প্রধান নেতা। ভুক্তভোগী, তাই চীৎকার করে বলিতেছি আমার অবস্থা দেখে সকলে সাবধান হউন। হরি বলিতে আসিয়া আর হরি ভুলে থাকিবেন না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৫ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৮৩

পাপীর কথাই প্রকৃত শিক্ষার Lectures কেন না সে ভুক্তভোগী। মাতালের মুখে মদের দোষের কথা শুনে লক্ষ লোক সাবধান হইতে পারেন। তাই বলি, মহাশয়, আমার কথা শুনে এবং আমাকে দেখে বোধ হয় অনেকেরই উপকার হইতে পারে, তাই আমার এ পথে দাঁড়াইয়া চীৎকার। লক্ষ কষ্টের মধ্যে পড়েও লক্ষ্য ভ্রষ্ট যেন কেহ না হন। যে উদ্দেশ্যে আসা যেন ঢেউয়ের উপর ঢেউ আসিলেও তাহা হইতে পদস্খলন না হয়।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৫ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৮৪

কায়মনোপ্রাণে হরি নামে বিশ্বাস ক'রে অহরহঃ সেই নামে উন্মত্ত থাকিলেই আনন্দের সীমা থাকে না, তখন এ পৃথিবীর চরম দণ্ডও ভয় দেখাইতে পারে না, সকলেরই আনন্দ মাখা নজর আসে তখন সে আত্মহারা হইয়া আনন্দে মাতিয়া থাকে। আপনারা সেই আনন্দ ভোগ করুন, আমি নরক হইতেই যেন দেখিতে পাই, আমাকে একা রাখিয়া আপনারা হরি নামের জোরে সমস্ত নারকী উদ্ধার করুন আমি দেখি, কৃষ্ণ যেন সে শুভদিন আমাকে দেখান, আশায় রহিয়াছি।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৫ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৮৫

বাবা, যখন কেহ কোন অভাব প্রকৃত ভাবে অনুভব করে, নিশ্চয়ই তখন সেই দয়াময় কৃষ্ণ পূরণ করিয়া থাকেন; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যতদিন জীব কৃষ্ণ বহির্মুখ থাকে ততদিনই সে সাংসারিক উন্নতির পথে লালায়িত হইয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে, কিন্তু বাবা, একবার কৃষ্ণ বলিলে আর এ সকল তা'র ভাল লাগে না, তখন সকলেই কেমন কেমন অভাব অনুভব এবং সকল ছাড়িয়া একটু শান্তি খুঁজিতে থাকে; ইহাই কৃষ্ণ নামের একটী মাহাত্ম্য।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৬ষ্ঠ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৮৬

মানুষ যতদিন প্রকৃত হীরা না চিনিতে পারে, ততদিনই সামান্য কাচকেই হীরা মনে ক'রে তা'রই আদর যত্ন করে এবং তাহাকেই মূল্যবান মনে করে, তা'র অন্বেষণেই ব্যস্ত থাকে; একবার হীরা চিনিলে আর তা'র কাচ কুড়াইতে ইচ্ছা হয় না। তেমনি যতদিন জীব কৃষ্ণপথে ধাবিত না হয়, ততদিনই এই সকল পার্থিব লাভ ও উন্নতির জন্য কত যত্ন কত অন্যায় করিয়া প্রতারিত হয়।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৬ষ্ঠ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৮৭

বাবা, কৃষ্ণ বড় দয়াময়, জীবের স্বভাব এই সকল কুটি নাটি লইয়া আনন্দে থাকে, কিন্তু দয়াময় হরি তা'কে চিরজীবন এ ভ্রমে থাকিতে দেন না একবার ইহার বিষময় ফল আস্বাদন করান, কিন্তু যখন বিষে জর্জ্জরিত হইয়া নিতান্ত অজ্ঞান হইয়া পড়ে, তখনই নিজ নাম ও প্রেম দিয়া তাহার এ বিষ নষ্ট করেন এবং প্রকৃত পথে টানিয়া আনেন। দেখুন দেখি এমন দয়াল আর কি কেউ আছে ? তাই নিবেদন, সকল ভুলে সেই দয়াময়ের নাম করুন এবং কায়মনোপ্রাণে, তাঁ'র হউন - পরমানন্দে ভাসিবেন।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৬ষ্ঠ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৮৮

এ পৃথিবীর ক'টা দিন এক রকমে কাটিয়া যাইবেই যাইবে, সুখে হউক দুঃখে হউক দিন চলেই যাবে, তবে আর কেন ভুলে থাকি, কেন নিজ হিত না দেখিয়া পাগলের মত হা হা করে বেড়াই। যখন সেই প্রাণবল্লভের জন্য প্রাণ কান্দিয়াছে তখন আর বসে না থাকিয়া তাঁ'রই উদ্দ্যেশ্যে যাত্রা করা কি উচিত নয়? যখন স্বামী কি চিনিয়াছেন তখন আর কেন বসে থা'কা, তা'কে পা'বার চেষ্টা করাই সর্ব্বরকমে বিধেয়।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৬ষ্ঠ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৮৯

যে সকল লোক প্রভুর কথা কয় কিম্বা প্রভুর তত্ত্ব রাখেন, তা'দের নিকট সন্ধান করুন, প্রভুর অবস্থান জানিতে পারিবেন। এ সকল লোকের ছোট বড় বিচার করিবেন না, এদের মধ্যে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল বাছিবেন না। যা'কেই সে পথে দেখিবেন কাতর প্রাণে প্রাণবল্লভের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। কেহ কেহ চুপ্ করে চলে যা'বেন বটে, কিন্তু আবার কেহ আপনাকে আদর ক'রে হাতে ধ'রে প্রাণ বঁধুর নিকট লইয়া যা'বেন আর নূতন দাসী ক'রে প্রেমময়ের প্রেম সেবাতে নিযুক্ত করিবেন, তখন কৃতার্থ হবেন, তখন সকল জ্বালা জুড়াইবেন; তখন প্রাণবল্লভের মধুর আলাপে ও যত্নে আত্মহারা হইয়া পড়িবেন।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৬ষ্ঠ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৯০

এখন আর ব'সে থাকলে চলবে না, এখন কাতর প্রাণে প্রাণনাথের উদ্দ্যেশ্যে ছুটিতে হ'বে। আর সময় নাই সূর্য্য প্রায় অস্তমিত হয় হয় হইয়াছে, আঁধার আসিলে পথ চিনে যাওয়া যাবে না, তা হ'লে আর প্রাণবল্লভের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না, আবার সেই ক, খ হ'তে আরম্ভ কর্‌তে হবে। এখনও সময় আছে, এই জন্যই একটু ত্বরিত পদে চলিতে হ'বে, সে পথের সঙ্গী চান, আমার মাকে নিজ সঙ্গিনী করুন, তাঁ'কেও বলুন যেন বিলম্ব না করেন, দুজনে এক মন এক প্রাণ হয়ে না গেলে সেখানে যাওয়া যায় না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৬ষ্ঠ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৯১

এই পৃথিবীর ক'টা দিন পথিকের পান্থশালার রাত্রি বাসের মত কোন রকমে কাটাইয়া পুনরায় গমনের জন্য সবল হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য, কিন্তু যাহারা সামান্য সামান্য কারণে বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া রাত্রিটুকু কাটায় তাহারা উভয় পক্ষেই ঠকে মাত্র, না বিশ্রাম করিতে পারে, না ক্লান্তি দূর করে, না দ্বিতীয় গমনের জন্য সবল হইতে পারে। তাই নিবেদন, এ পৃথিবীর কোন কার্য্যের জন্যই বেশী চিন্তিত না হইয়া অহরহঃ হরিপাদপদ্ম চিন্তা ক'রে সবল ও সুস্থ হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য এবং সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৭ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৯২

বাবা! এ পৃথিবীতে যে ক'টা কার্য্য করিবার জন্য আসিয়াছি, চিন্তা করি বা না করি (কার্য্যগুলি) অবশ্যই করিয়া যাইতে হ'বে, তবে আর বৃথা চিন্তা করিয়া কেন অমূল্য সময় নষ্ট করি। সেই সময় টুকু হরিনাম ও হরিগুণগানে কাটাইয়া জীবন সার্থক করি না কেন!

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৭ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৯৩

হরিনাম কদাচ ভুলিবেন না, অসময়ে সামান্য সামান্য পার্থিব কথা লইয়া সময় ক্ষেপন করা কাহারও উচিত নয়। অবকাশ পাইলেই হয় নির্জ্জনে একা ব'সে কিম্বা যাহারা হরি প্রেমে মত্ত তা'দের সঙ্গে হরি কথাতে ও হরি চিন্তাতে মগ্ন থাকাই উচিত।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৭ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৯৪

হরিনাম করিতে করিতে হৃদয়ে অদম্য বল আসে, সকল প্রকার সামান্য অসামান্য ভয় দূরে পলায়ন করে, নিরানন্দের ছায়া পর্য্যন্তও নিকটে আসিতে পারে না, সদাই পূর্ণানন্দে জীবন অতিবাহিত হয়। এত লাভ ছাড়িয়া যাহারা ভয় ও অশান্তির কারণ সংসার চিন্তাতেই সময় কাটায় তা'রাই প্রকৃত ভ্রান্ত তা'র আর সন্দেহ নাই।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৭ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৯৫

হরি বলিতে বলিতে সামান্য কৌপীন পর্য্যন্ত থাকে না সত্য, কিন্তু সেই উলঙ্গ পাগলের পদতলে বড় বড় রাজা মহারাজার রাজমুকুট গড়াগড়ি যায়, এখন বলুন দেখি বড় কিসে হওয়া যায় ? তাই বলি বাবা! পৃথিবীর উন্নতি অবনতির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া সদাই কাতর প্রাণে হরিনাম, মধুর কৃষ্ণনামটি লইতে থাকুন, দেখিবেন সকল দুঃখ দূরে গেছে আর এক অপূর্ব আনন্দে মাতিয়া আছেন।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৭ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৯৬

কৃষ্ণ নামের মত মাদকতা কোন মদেই নাই, সামান্য মদ একজনকে মাতাল করে কিন্তু একজন কৃষ্ণপ্রেমী জগৎকে মাতাইতে পারেন, এখন দেখুন এমন মাদক আর কি কিছু আছে— নিজে জুড়ান যায় আর অন্যকেও মাতান যায়; এমন কৃষ্ণ নামটি ভুলে থাকিবেন না। নিজে করিবেন আর যাকে তাকে করিতে বলিবেন। বাবা, স্বর্ণবাহী গর্দ্দভের মত আমার অবস্থা, তবে আমার আশা ভরসা আপনারা।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৭ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৯৭

জগতের যত গরিব দুঃখী দেখিবে সকলকেই আপনার ছেলে মেয়ে মনে করে, সাধ্যমত তা'দের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিবে। মা, এই জগতে যে কেহ আসে, খালি হাত পা নিয়ে এসে খালি হাতে আবার ফিরে যায়, এখানকার কোন ধন রত্ন সঙ্গে যায় না, যায় কেবল ধর্ম্ম। গরিবের দুঃখ মোচন করাই ধর্মের প্রধান অঙ্গ।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৮ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৯৮

ছেলে পরীক্ষা করিবার জন্যই পরম পিতা এক এক জনকে ভাণ্ডারী ক'রে আর অন্যান্য ভাই ভগিনিদের ভা'র তার উপর দিয়া থাকেন। ভাণ্ডারী নিজ কর্ত্তব্য না করিলে পিতা আবার তা'কে অন্যের দয়ার ভিখারী করেন এবং অপর উপযুক্তকে ভাণ্ডারী পদ দেন। তাই আমার প্রার্থনা জীব জন্তুর উপর সদয় ব্যবহার করিয়া নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে ভুলবেন না, তা হলে জনমে জনমে এইরূপ ভাণ্ডারী হইয়া অর্থ ও অন্ন বস্ত্র অকাতরে বিলাইতে পারিবেন।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৮ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৯৯

আজ এই জীবনে যে কয়টি পুত্র কন্যা পাইয়াছি সে গুলিই কেবল আমার নয়, কেন না, এমন পুত্রকন্যা পূর্ণ সংসার কত লক্ষবারই পাইয়াছি, আর ছাড়িয়াছি, আজ যা'দিগকে পাইয়াছি তা'দিগকে আবার ছাড়িব। কৈ মা, যা'দিগকে পূর্ব্বে পূর্ব্বে ছেড়ে এসেছি তা'দের জন্য ত একবারও ভাবি না, তা'দের কথাত একবারও মনে করে দুঃখিত হই না, তেমনই আবার আজ যা'দিগকে পাইয়াছি তা'দিগকেও ভুলিব তা'রাও আমাদিগকে ভুলিবে তবে আর কেন এই দু'চার জনের জন্য বৃথা চিন্তা করি, কেন জগৎকে নিজের না মনে করি, এ জগতের সবাই আমার আর আমিও সকলের। বারে বারে জন্ম নিয়ে সকলের সঙ্গেই সম্পর্ক আছে সেই জন্যই নিবেদন, মা গরিব দুঃখীর মা বাপ হয়ে প্রাণে অপার শান্তি পান, আর সেই কৃষ্ণকে আনন্দ দেন; এ বই আর তিনি কিছুই চান না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৮ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩০০

মা, নিজের দুঃখে যে চক্ষে জল আসে সেটি বন্যার, জমি উর্ব্বরা করে না বরং যা কিছু ফসল থাকে ডুবাইয়া নষ্ট করে, কিন্তু মা অপরের জন্য যে জল চক্ষে আসে তাহা আকাশের ধারাবারি, সমস্ত হৃদয়টুকুকে সিক্ত ও উর্ব্বরা করে এবং অচিরে সেই হৃদয়ে কৃষ্ণ প্রেম অঙ্কুরিত হইয়া জীবকে কৃত কৃতার্থ করে। হৃদয় কর্ষণের এমন সহজ ও সরল উপায় আর দ্বিতীয় নাই। এই প্রকার চক্ষের জলে ও কৃষ্ণনাম মহাস্ত্র দ্বারা হৃদয় সিক্ত ও কর্ষণ করিতে থাকুন। দেখিবেন কি সুখময় ফল পাইবেন।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৮ম পত্র

www.kusumharanath.in